বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organisation)

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি রূপায়ণের প্রধান সংস্থা।

কার্যাবলী

বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার প্রধান কার্যাবলী হল :

- বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি পরিচালনা।
- বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে সব আলোচনা বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে।
- মন্ত্রীপরিষদের অধিবেশনে (Ministerial Conference of WTO) গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি রূপায়ণের জন্য বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা সাহায্য করবে।
- বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থা বিবাদ নিষ্পত্তি সক্রান্ত বিধি ও পদ্ধতিগুলি বলবৎ করার ব্যবস্থা করবে।
- বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থা বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনার ব্যবস্থা করবে।
- বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থা রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করবে।

Scanned with CamScanner

সাংগঠনিক কাঠামো

- মন্ত্রী পরিষদের অধিবেশন (Ministerial conference)। সকল সদস্য নিয়ে গঠিত। এটি বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার কার্যকরী বিভাগ।
- সাধারণ পরিষদ (General Council)—মন্ত্রী পরিষদের অধিবেশনের অন্তর্বর্তী সময়ে এটি কার্য পরিচালনা করে।

সাধারণ পরিষদের অধীনে তিনটি কার্যকর পরিষদ আছে—

দ্রব্য বিষয়ে বাণিজ্য পরিষদ, সেবা বিষয়ে বাণিজ্য পরিষদ, বৌদ্ধিক সম্পদের অধিকার বিষয়ে বাণিজ্য সম্পর্কিত পরিষদ। ঐ তিনটি পরিষদ অধীনস্থ সংস্থা স্থাপন করা হয়েছে :

1. বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক কমিটি।
2. বাণিজ্যগত ভারসাম্য (Balance of Payment) নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কমিটি।
3. বাজেট, অর্থ ও প্রকাশন বিষয়ে কমিটি।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধীনে একটি সচিবালয় ও একজন অধিকর্তা (Director-General) আছে। ঐ অধিকর্তা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাজেট প্রস্তুত করেন।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আইনগত ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

এই সংস্থার সিদ্ধান্ত সকলের সম্মতি অনুসারে গৃহীত হয়। তবে মতবিরোধ দেখা দিলে ভোটের ব্যবস্থা আছে।

বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার মূল সদস্যগণ হলেন—1947 সালের গ্যাট চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগণ ও ইউরোপীয়ান কমিউনিটি।

কোন রাষ্ট্র বা শুল্ক এলাকা (Customs Territory)—এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারে। যে কোন সদস্যরাষ্ট্র এই চুক্তির সদস্যপদ প্রত্যাহার করতে পারে।

বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থা দুটি নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে—স্বচ্ছতা (Transparency) ও বৈষম্যহীনতা।

দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা (South-South Cooperation)

বিশ্বের দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলো নয়া-ঔপনিবেশিক শোষণের শিকার, ধনী দেশগুলো বিশ্বের বৈষম্যমূলক বাণিজ্য ব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থার (Financial System) মধ্য দিয়ে শোষণ চালায়। অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন যত প্রসারিত হচ্ছে ততই ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ছে, উন্নয়নশীল দেশগুলো শোষণের এই দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছে। তারা যদি নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যগত আদান-প্রদান, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত আদান-প্রদান বাড়াতে পারে তবে অনেকটা সমস্যার সমাধান হবে। তার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করতে হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলো দক্ষিণ (The South) বলে পরিচিত। তাদের মধ্যে সহযোগিতা দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা (South-South Cooperation) বলে পরিচিত।

1970-এর দশকে দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলো যখন বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (International Economic Order) সংস্কারের জন্য নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার কর্মসূচী পেশ করেছিল তখন ঐ কর্মসূচীর মধ্যে একটা প্রস্তাব ছিল দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা বৃদ্ধি।

দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার মূল কর্মসূচী হল উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে পরস্পরের সুবিধাজনক শর্তে প্রযুক্তি ও সেবার আদান-প্রদান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার। দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার মূল লক্ষ্য হল দক্ষিণের দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক যোগাযোগ প্রসারিত করে ঐ সব দেশকে শোষণের হাত থেকে মুক্ত করা।

ভারতে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 1980-এর দশকে দক্ষিণ-দক্ষিণ সম্মেলন আহ্বান করে দক্ষিণের দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা প্রসারের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

2000 সালের এপ্রিলে group of 77 (উন্নয়নশীল দেশগুলোর এক অর্থনৈতিক সংগঠন) হাভানায় এক সম্মেলন আহ্বান করে। ঐ সম্মেলনে 2003 সালের Marrakesh Declaration ও Marrakesh Framework রচনার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। ঐ ঘোষণাপত্রে কয়েকটি ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা প্রসারণের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হল। এই বিষয়গুলো হল—

Scanned with CamScanner

প্রযুক্তি হস্তান্তর
দক্ষতার বিকাশ
সাক্ষরতার প্রসার
বাণিজ্যগত বাধা অপসারণ
পরিকাঠামোর উন্নয়নে সরাসরি বিনিয়োগ
তথ্য ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন
HIV/AIDS প্রতিরোধের জন্য সাহায্য-ঋণ মকুব।
পরিবেশ-সহায়ক পর্যটনের প্রসার
Sustainable অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

2003 সালের ডিসেম্বরে সাধারণ সভা একটি প্রস্তাব নিয়ে (58/220) 19 শে ডিসেম্বরকে রাষ্ট্রসংঘ দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার দিন বলে ঘোষণা করেছে। দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা তহবিল স্থাপন করা হয়েছে। 2005 সালে ঐ তহবিল থেকে 3.5 million ডলার সুনামি-বিধ্বস্ত দেশগুলোকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

▲ দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক ধারার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।
—চীন আফ্রিকায় বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন ও পরিকাঠামো গঠনের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করেছে।
—ভারত মোজাম্বিকে কৃষিখামারমূলক উৎপাদনে এবং পশ্চিম এশিয়াতে জৈব-জ্বালানি উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ করেছে।

ভারতের সঙ্গে চীন, ভিয়েতনামের, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান অনেক বেড়ে গেছে। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে কয়লাশিল্পে যৌথভাবে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ও মধ্যপ্রাচ্যের ইরান, সৌদি আরবের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।
—ব্রাজিল মোজাম্বিকে জৈব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রকল্পে অংশ নিয়েছে। ব্রাজিলের সঙ্গে চীনের ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ কয়েকগুণ বেড়েছে।
—ভারত, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকা দারিদ্র্য দূরীকরণ ও sustainable উন্নয়নের জন্য যৌথ প্রকল্পে অংশ নেবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

▲ বর্তমানে আঞ্চলিক সংগঠনগুলো দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা প্রসারে সাহায্য করছে।
—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ASEAN উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করেছে।
—ওপেক (OPEC) মধ্যপ্রাচ্যের তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর বাণিজ্যিক নীতির মধ্যে সমন্বয় করছে।
—আফ্রিকাতে OAU আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা সম্প্রসারণের কার্যসূচী নিয়েছে।
—ল্যাটিন আমেরিকার বহু আঞ্চলিক সংস্থা সদস্যদের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করেছে।
—ভারত তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা প্রসারের জন্য SAARC স্থাপনে উৎসাহী ছিল, তবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মতবিরোধের জন্য SAARC-এর লক্ষ্য অনেক ক্ষেত্রে সফল হয়নি।

তবুও দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার ক্ষেত্র ক্রমশঃই প্রসারিত হচ্ছে। দক্ষিণের অনেক দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত হয়েছে। এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

Scanned with CamScanner